চাঁদের নিজের দেশে

অমরেন্দ্র জাদু-গল্পকার। আমি ওঁর 'হীরু ডাকাত' 'শাদা ঘোড়া' 'গৌর যাযাবর' 'আমাজনের জঙ্গলে' ফিরে ফিরে পড়েছি। 'আমাজনের জঙ্গলে' পড়ে মনে হয়েছে, এমন নিষ্পাপ রোমান্টিকতা, শৈশবের এমন জাদুছবি, সেই সঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অমরেন্দ্র কি বিভূতিভূষণের সমান মাপের লেখক? তিনি এই সময় ও যুগের এক অন্যরকম চারণিক। তিনি তাঁর নিজের মাপের লেখক।

কিন্তু নিষ্পাপ শিশুমনকে অরণ্য, নদী ও অরণ্যসন্তানদের কাছে নিয়ে যাওয়া যে খুব দরকার, তা বুঝেই তো তিনি 'আমাজনের জঙ্গলে' লেখেন। তার মধ্য দিয়ে আজকের দুনিয়ার নির্মম সত্যও জানিয়ে দেন।

আমাদের আদিবাসী জগৎ সম্পর্কে অন-আদিবাসীরা কিছুই জানেন না। কেন না, তাঁরা জানতে চাননি। না জেনেই পৃথিবীজুড়ে আদিবাসী সমাজ-কৃষ্টি, বিশ্বাস-জ্ঞানকে বিনষ্ট করা হয়েছে।

'আমাজনের জঙ্গলে' সে কথাও বলা হয়েছে। আমাজন উপত্যকায় জঙ্গল ও মানুষ ধ্বংসের কাজ বহুদিন আগেই শুরু হয়েছে। অমরেন্দ্র সেদিকে শিশুদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছেন।

আমি তো চাইব, অমরেন্দ্রর বই ও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অধুনা অ-পঠিত ক্লাসিক, এগুলির ক্যাসেট প্রবর্তন করা শুরু হোক।

আর চাইব, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক। কোনও দিন কোথাও অন্য কোনও রাজ্যে কোনও ভিনভাষী শিশু আমাকে জিজ্ঞেস করুক, তুমি কি উবার গল্প পড়েছ?

সেদিন কাছে আসুক।

মহাশ্বেতা দেবী